Semester-3
History Honours
Course-v (The Delhi Sultanet in Refrospeet)

* <u>দিল্লি-সুলতানির বিকাশ-আইবক থেকে বলবন</u> *

দিল্লি সুলতানির প্রকৃতি নির্ধারন কর ?

অথবা

দিল্লি সুলতানি কী ধর্মাশ্রয়ী ছিল? (১২)

উঃ- দিল্লি সুলতানি শাষনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে, সুলতানি শাষন ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ। আধুনিক ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রশাদ, এ এল শ্রীবাশ্তব প্রমুখেরা মনে করেন,দিল্লিসুলতানি রাষ্ট্রটি ছিল ইসলামি ধর্মরাজ্য। তাঁরা মনে করেন ধর্মকে বাদ দিয়ে সুলতানি সাম্রাজ্য ছিল অকল্পনীয়। কারণ অল্লাহ হলেন রাষ্ট্রের প্রভূ ও মালিক। কোরানের ভিত্তিতে সুলতানগন আইন রচনা করতেন। সুলতানদের একমাএ লক্ষ্য ছিল 'দার - উল - হারব ' কে 'দার - উল -ইসলাম'- এ পরিনত করা। সুলতানরা খলিফার প্রতি অনুগত ছিলেন, এবং নিজেদের খলিফার সহকারী বলে অভিহীত করতেন। উলেমারা শরিয়তের ব্যক্ষাকরা ও সুলতানের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতেন। সুলতানি রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের কোন অধিকার ছিল না। ডঃ শ্রীবাশ্তব এর মতে , সুলতানি রাষ্ট্র ছিল প্রকত অর্থেই ইসলামির রাষ্ট্র।

ডঃ মহম্মদ হাবিব -এর মতে, সুলতানি রাষ্ট্র কোন ভাবেই ধর্মতান্ত্রিক ছিল না এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাই এর ভিত্তি ছিল। ইসলামীয় আইন বিধি শরিয়ত অনুসারে মুসলিমদের পৃথক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনও অবকাশ ছিল না। সর্বচ্চ ক্ষমতার অধিকারি হলেন ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতিনিধি হলেন প্রথমে পয়গম্বর এবং পরে খলিফা। ইসলামীয় বিধি উপেক্ষা করেই কিন্তু ভারতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইসলামীয় তত্ত্ব অনুসারে খলিফা হলেন সমগ্র মুসলিম -জগতের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিয় প্রধান। দিল্লির সুলতরা রাজনৈতিক কারনে নিজেদের খলিফার প্রতিনিধি বলর ঘোষনা করলেও বাস্তবে তাঁরা ছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

দিল্লির সুলতানরা ভারতকে ইসলামীক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষনা করেননি। দিল্লির দরবারে ও সেনাবাহিনীতে বিদেশী মুসলিমদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশজুড়ে হিন্দু শাসিত ছোট ছাট সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব থেকে গিয়েছিল। এছাড়াও গ্রামীন প্রশাসনে ছিল হিন্দু প্রাধান্য।
উলেমারা শরিয়তের ব্যক্ষাকার ও সুলতানদের পরামর্শদাতা হলেও সুলতানরা রাষ্ট্র

পরিচালনার ক্ষেত্রে সবসময় উলামাদের কথা মানতেন না। বলবন , আলাউদ্দিন খলজি, মহম্মদ - বিন - তুঘলক প্রমুখ সুলতানরা উলেমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রাখতেন এবং কখনও কখনও তাঁরা উলেমাদের সম্পর্কে নিন্দাবাক্য প্রয়গ করেছে। সুলতানরা অধিকাংশ সমই উলেমাদের নির্দেশ মতো চলতেন না - বরং সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা শরিয়তের ব্যক্ষা করতেন।

শাসনকার্যের বহু ক্ষেত্রে শরিয়ত মেনে চলা হত না। ইসলামীয় নিয়ম অনুসারে প্রনদন্ড নিসিদ্ধ হলেও একমাএ ফিরোজ তুঘলক ব্যতিত সকল সুলতানের আমলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শরিয়তে সুদ গ্রহন নিসিদ্ধ ছিল কিন্তু ব্যবসার স্বার্থে ঋনদান ও সুদ গ্রহন স্বীকৃত ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলিমদের বসবাসের অন্যতম শর্ত ছিল 'জিজিয়া' প্রদান কিন্তু ব্রাহ্মন, মহিলা,শিশু ও সহায়সম্বলহীনরা এ থেকে অব্যহতি পেতো।

দিল্লির সুলতানরা ইসলামের নামে শপথ গ্রহন করে সিংহাসনে বসতেন , খলিফার অনুমোদন আনতেন , কোরান , শরিয়তের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন এবং উলেমাদের মর্যদা দিতেন। শাসন ব্যবস্থার বহিঃ রাঙ্গেঁ তারা ইসলামীয় ঐতিহ্য ও আদব-কায়দা সবই বজায় রাখতেন, কিন্তু তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্মদর্শনকে রাষ্ট্র দর্শনে পরিনত করা বা ভারতের বিপুল সংখ্যক হিন্দু জনসাধারনকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, এর জন্য তারা পৌত্তলিকতাকে প্রশয় দিতেন এবং হিন্দু অনুসন্ধানে অংশ নিতেন। এবং হিন্দু ও ধর্মবেত্তাদের সঙ্গেঁশাস্ত্র আলোচনাও করতেন। ডঃ সতীশচন্দ্র বলেন যে ,সুলতানি যুগে তরবারির ভয় দেখিয়ে কাউকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়নি। রাজনৈতিক লাভ ও অর্থনৈতিক সুযোগ- সুভিদা বা নিজেদের সামাজিক মর্যদার উন্নতির আশায় অনেক হিন্দু ইসলাম গ্রহন করলেও, প্রজারাও তাঁর দৃস্টান্ত অনুসরন করেন।

সুলতানি যুগে ইসলামের প্রতি যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানানো হত। উলেমা সম্প্রদায় যথেষ্ঠ প্রভাবশালী হলেও সুলতানকে তারা সব ব্যাপারে নিয়ন্ত্রন করতে পারতেন না। বাস্তবে সুলতারা ছিল রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা , রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তির প্রতীক। বাস্তবপক্ষে দিল্লির সুলতান - শাহি ছিল এককেন্দ্রিভূত রাজতন্ত্র। সুলতানের শক্তির মূল ভিত্তিছিল শক্তিশালি সেনাবাহিনী ও অভিজাত সাম্প্রদায়। তাই ডঃ সতীশচন্দ্র বলেন যে , প্রকৃত পক্ষে সুলতানি রাষ্ট্র ছিল সামরিক ও অভিজাত তান্ত্রিক।